



বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস-২০২৫  
উপলক্ষে আবেদন

২৪ মার্চ বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস হিসাবে পালিত হয়। বিশ্ব যক্ষ্মা দিবসে এই বছরের মূল ভাবনা “হ্যাঁ! আমরাই পারবো যক্ষ্মা রোগ নির্মূল করতে : আসুন সংকল্প করি, বিনিয়োগ করি, বাস্তবায়ন করি” যক্ষ্মা একটি সংক্রামক ব্যাধি। এরোগের জীবাণু বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায়, কিন্তু নিয়মিত চিকিৎসায় এ রোগ সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য।

টিবি মুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনরেন্দ্র মোদিজি দেশ থেকে যক্ষ্মা নির্মূলীকরণের ঘোষণা দিয়েছেন। ইতিমধ্যে ১০০দিন ব্যাপী কর্মসূচিতে “সকলের প্রতি হোন যত্নবান / টিবি মুক্ত ভারত অভিযান”-এই স্লোগানকে সামনে রেখে স্বাস্থ্য দপ্তর, শিক্ষা, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা, যুব বিষয়ক, পঞ্চায়ত দপ্তর সহ বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী সংস্থা, টিবি চ্যাম্পিয়ান, নিষ্কয় মিত্র, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মিলে একযোগে সারা রাজ্যে এই বিশেষ অভিযানের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাযথ ভূমিকা নিয়েছে।

টিবি রোগীদের অতিরিক্ত পুষ্টি ও সামাজিক সহায়তা প্রদানের জন্য নি-ক্ষয় মিত্র- হতে ইচ্ছুক বা সম্মতি রয়েছে, এরকম সমস্ত ব্যক্তিদের এগিয়ে আসার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। এছাড়াও সারা রাজ্যে এই রোগকে প্রতিহত করতে বিভিন্ন কর্মসূচীর বাস্তবায়ন করা হয়েছে। রোগীদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার পাশাপাশি চিকিৎসা চলাকালীন পুষ্টিকর খাদ্যের জন্য মাসিক ১০০০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে।

টিবি রোগীর মুখে মাস্ক কিংবা রুমাল ব্যবহার করা এবং চিকিৎসকের পরামর্শ মত পুরো মেয়াদী ওষুধ খাওয়া আবশ্যিক। রাজ্যের সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এই রোগের চিকিৎসা পরিষেবা এবং বিনামূল্যে ওষুধ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। যক্ষ্মা রোগ দূরীকরণের লক্ষ্যে সচেতনতার পাশাপাশি এইচআইভি সহ অন্যান্য অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত রোগীদের সংখ্যাও কমিয়ে আনতে সরকারী সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারিত এবং আরো ত্বরান্বিত করা হয়েছে। যক্ষ্মা রোগকে নির্মূল করার লক্ষ্যে জন-আন্দোলন গড়ে তুলতে সমস্ত রাজ্যবাসী ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আবেদন রাখছি।

যক্ষ্মা রোগকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে জনসচেতনতা গড়ে তোলা আবশ্যিক। আসুন প্রত্যেকে আমরা এই উদ্যোগে সামিল হয়ে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে একযোগে কাজ করে টিবি মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাই।

টিবি হারবে দেশ জিতবে। এই দৃঢ় অঙ্গীকার ও সম্মিলিত প্রয়াস জনস্বার্থে জরুরী। আমরা সবাই এ ক্ষেত্রে যত্নবান হব বলে আমার বিশ্বাস।

প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা